বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-৮)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

২০১১/১২ সাল। হুজ্জী বকর শাইখ বাগদাদীকে একথা বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, নুসরা ফ্রন্ট ভবিষ্যতে দাউলাতুল ইরাকের জন্য হুমকি হবে। অতএব আপনি ভিডিও বার্তায় ঘোষণা দিন "নুসরা ফ্রন্ট দাউলাতুল ইরাকের অংশ। এবং আমি বাগদাদীর নেতৃত্বে নুসরা শামে যুদ্ধ করছে। নুসরার অধিকৃত ভূমীগুলো দাউলাতুল ইরাকের ভূমী বলে বিবেচিত হবে"।

.

হুজ্জী বকরের পরামর্শে শাইখ বাগদাদী বিষয়টি আমলে নিলেন। তিনি জাওলানীর নিকট পত্র লিখলেন "নুসরার অধিকৃত ভূমীগুলো দাউলাতুল ইরাকের সাথে যুক্ত করে 'দাউলাতুল ইরাক & শাম' ঘোষণা করতে চাচ্ছি। এবিষয়ে আপনি নুসরার শুরা পরিষদের সাথে পরামর্শ করুন। এবং আমাকে দ্রুত তাদের সিদ্ধান্ত জানান"। জাওলানী উত্তরে লিখেন "আমি পরামর্শ করে জানাবো"।

.

জাওলানীর পক্ষ থেকে কোন উত্তর আসছিলো না। বাগদাদী পুনরায় জাওলানীর নিকট পত্র লিখলেন। এবং কড়া ভাষায় জাওলানির নিকট দ্রুত উত্তর চাইলেন। এবং শুরা পরিষদ ও আহলে ইলমের সাথে পরামর্শের নির্দেশ করেন।

.

দীর্ঘ নিরবতার পর, জাওলানী বাগদাদীর নিকট পত্র লিখেন "নুসরার শুরা পরিষদের সকলের সিদ্ধান্ত যে, এই ধরণের কোন ঘোষণা সিরিয়া বিপ্লবের জন্য কল্যাণকর হবে না"। জাওলানীর পত্র পেয়ে, হুজ্জী বকর এবং বাগদাদী উভয়ে ক্রুদ্ধ হন।

.

হুজ্জী বকরের পরামর্শে, শাইখ বাগদাদী শামে একটি গোয়েন্দা টিম পাঠান। তাদেরকে মুজাহীদের বেশে পাঠানো হয়। এবং নুসরার শুরা পদের ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়। যাতে তারা জাওলানীর উপর নজরদারী করতে পারে।

নুসরার বিভিন্ন পদে "রদবদ"লের ক্ষমতা দাউলাতুল ইরাকের ছিলো। এবং নুসরাও দাউলাতুল ইরাকের রদবদলকে মেনে নিত। দাউলাতুল ইরাক নিজেদের কর্তৃত্ব ফলানোর জন্য প্রাই নুসরার মধ্যে রদবদল করতো। এমন কি, নুসরা কখন কোথায় আক্রমণ করবে সেটাও হুজ্জী বকর নির্ধারণ করে দিতেন। আর এই উদভট রদবদল নুসরার জন্য বিরক্তির কারণ হতো। বিশেষ করে সিরিয়ান নেত্রীবর্গ দাউলাতুল ইরাকের হস্তক্ষেপ সহজে মেনে নিতে পারতো না।

.

জাওলানীর অস্থিরতা বেড়ে গেলো। তিনি গুপ্ত হত্যার আশংকা করলেন। তিনি সভাসদবর্গের সাথে বাগদাদী, হুজ্জী বকর ও দাউলাতুল ইকারের প্রশংসা করতে থাকেন। যাতে করে গুপ্তচর তার বিরুদ্ধে মন্দ রিপোর্ট না করে। জাওলানীর অস্থিরতা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। তিনি হত্যার ভয় করছিলেন।

.

২০১২ সাল। আমেরিকা নুসরাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করে। এবং জাওলানীকে হত্যা বা গ্রেফতারের ঘেষণা দেয়। নুসরার সামরিক স্থাপনায় আমেরিকা বিমান হামলা শুরু করে। আমেরিকার ঘোষণা জাওলানীর জন্য সুযোগ করে দেয়। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে জাওলানী আত্মগোপনে চলে যান। এবং তার

নির্বাচিত লোকদের দিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করেন। ফলে ইরাক থেকে আগত গোয়েন্দা দল জাওলানীর উপর নজরদারি করতে পারছিলো না। দাউলাতুল ইরাকের জন্য জাওলানীর উপর গোপন হত্যা মিশন চালানো কঠিন হয়ে পরে।

.

হুজ্জী বকর এবং বাগদাদীর অস্থিরতা বেড়েই চললো। দাউলাতুল ইরাকের চেয়ে দ্বিগুন সামরিক শক্তিধর নুসরা যেকোনো সময় দাউলার উপর নিয়ন্ত্রন নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। জাওলানী ছিলেন বিচক্ষণ এবং উপস্থিত বুদ্ধির অধীকারী। তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারলেন। তিনি বাগদাদী ও হুজ্জী বকরকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। কিন্তু হুজ্জী বকর ও বাগদাদীর সংশয় ছিলো জাওলানীর সান্ত্বনার চেয়ে অনে বড়ো।

.

হুজ্জী বকর নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি ভাবলেন নুসরাকে দিয়ে এমন কিছু কাজ করানো হোক, যার কারণে সিরিয়ায় নুসরার ভাবমূর্তী ক্ষুণ্য হয়। এভাবে নুসরা সিরিয়ায় চাপের মুখে পড়লে, দাউলাতুল ইরাকের সাথে যোগ দেওয়া ছাড়া নুসরার আর কোনো উপায় থাকবে না।

.

হুজ্জী বকর বাগদাদীকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন জাওলানীকে ফ্রি সিরিয়ান আর্মীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর নির্দেশ করে। বাগদাদী জাওলানীকে পত্র লিখেন। পত্রে দু'টি স্থানে আত্মঘাঁতী হামলার নির্দেশ করেন। একটি তুরোস্কের রাজধানী আঙ্কারায়, ফ্রি সিরিয়ান আর্মীর সভাস্থলে। অপরটি সিরিয়ায়। তাও ফ্রি সিরিয়ান আর্মীকে লক্ষ করে। এবং এই আক্রমণ যেন আমেরিকার সাথে সন্ধি করার পূর্বেই করা হয়। কাদের হত্যা করা হবে, সেই নামগুলোও উল্লেখ করা হয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, ফ্রি সিরিয়ান আর্মী ভবিষ্যতের "সাহওয়াত"। অর্থাৎ ভবিষ্যতে "সাহওয়াত" হতে পারে তাই এখনি শেষ করে দেও।

.

"সাহওয়াত" শব্দের ব্যখ্যা।

-সাহওয়াত শব্দটি আরবী। যার অর্থ মুর্তাদ। মুর্তাদ শব্দটি শুদ্ধ আরবী। আর সাহওয়াত শব্দটি আন্ঞলিক আরবী।

.

-ইরাক যুদ্ধে আমেরিকা শিয়াদের ক্ষমতায় বসিয়ে শিয়াদের সাথে আঁতাত করে। ফলে সুন্নী রাজনৈতিক দলগুলো জিহাদীদের সাথে মিলে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন আমেরিকা সুন্নী রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। এবং রাজনৈতিক উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রলোভন দেয়। আমেরিকা সুন্নী রাজনৈতিক দলগুলোকে অস্ত্র ও বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে, জিহাদীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। জিহাদীরা এই রাজনৈতিক দলগুলোকে সাহওয়াত বলে সম্বোধন করতো। তখন থেকেই "সাহওয়াত" শব্দটি ময়দানে ব্যবহার হতে থাকে।

.

শাইখ বাগদাদীর নির্দেশ নুসরার নেত্রীবর্গকে বিস্ময় ফেলে দেয়। তারা বাগদাদীর কর্মকাণ্ডে অবাক হয়। নুসরার জন্য এই নির্দেশ ছিলো অগ্নী পরীক্ষা। নির্দেশ অমান্য করলে বাগদাদী প্রতিপক্ষ হয়ে যাবে। মান্য করলে ফ্রি সিরিয়ান আর্মী প্রতিপক্ষ হয়ে যাবে। ফ্রি সিরিয়ান আর্মী বাশার সরকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ শুরু করে। একারণে তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ছিলো অনেক। কে জিহাদী আর কে গণতন্ত্রী, সেই পার্থক্য সিরিয়ান যুবকরা তখনও শিখেনি। তাদের একটাই লক্ষ্য ছিলো। আগে বাশারকে হটাও। এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে সহযোগিতা করতো। একজনের রাইফেলের বুলেট ফুরিয়ে গেলে, অন্য জন এসে বুলেট পুরে

দিতো। বাগদাদীর নির্দেশ পালন করলে হয়তো সিরিয়ানদের এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন আর থাকবে না। এতদিন যারা একে অপরের দুখে সাড়া দিতো, আজ থেকে হয়ত তারাই একে অপরের দুখ তৈরিতে ব্যস্ত হবে।